HUMAN RIGHTS FORUM BANGLADESH (HRFB)

সংবাদ বিবৃতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন এবং সদস্যদের নিয়োগ: এইচআরএফবি'র গভীর হতাশা ও উদ্বেগ, তবুও ফোরাম আশাবাদী হতে চায়

[ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯] দেড় মাসের অধিক সময় ধরে শূন্য থাকার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ-এর চেয়ারপারসন ও সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই কমিশনের নিয়োগে সরাসরি মানবাধিকারসংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্যে এইচআরএফবি গভীর উদ্বেগ ও হতাশা ব্যক্ত করছে। একই সাথে নতুন কমিশনের কাছে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানবাধিকার রক্ষায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে পালনে সক্রিয় হওয়ার জন্য জোর আহ্বান জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে এইচআরএফবি বরাবরের মতই সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে আইন মন্ত্রণালয় (লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ) থেকে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নতুন কমিশনের প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চেয়ারপারসন হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব নাছিমা বেগমকে এবং সদস্য হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ (সার্বক্ষণিক), অ্যাডভোকেট তৌফিকা আফতাব, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ জেসমিন আরা বেগম, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মিজানুর রহমান খান এবং অবসরপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নাগরিক সংগঠনগুলো মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত প্যারিস নীতিমালা অনুসরণ করে একটি উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য নির্বাচনী কমিটিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা বা মতবিনিময় করা হয়নি এবং দেড় মাসের অধিক সময় ধরে মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটি নেতৃত্ব শূন্য ছিল।

এমন সকল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হলো যাদের কমিশনের এখতিয়ার তথা মানবাধিকার বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো দায়িত্বে সম্পৃক্ততা কিংবা আইন ও ন্যায়-বিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে জানা নেই। নিয়োগপ্রাপ্তদের সরাসরি মানবাধিকারসংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্ত থাকার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ফোরাম গভীর হতাশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ৬ (২) ধারা অনুযায়ী, আইন বা বিচারকার্য, শিক্ষা, সমাজসেবা বা মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চেয়ারপারসন ও সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করার কথা বলা আছে। তবে নতুন কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে প্রথমবারের মতো একজন নারী

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).

নিয়োগ পাওয়া এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একের অধিক নারী সদস্য থাকাকে এইচআরএফবি ইতিবাচকভাবে দেখছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নাগরিকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল। এ কমিশন নাগরিক ও নাগরিক সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। সর্বোপরি এ প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত। নানা কারণে প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটিকে মূলত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তর করা প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারীতাকে আরো প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করবে বলে ফোরাম আশংকা করছে, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

হতাশা ও উদ্বেগ সত্ত্বেও ফোরাম আশাবাদী হতে চায়। নতুন কমিশন জনগণের মানবাধিকার রক্ষার কার্যক্রমে নিরপেক্ষতা ও কার্যকারীতা বজায় রাখবে এবং এ প্রচেষ্টায় এইচআরএফবিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা ও যোগাযোগ বজায় রাখবে বলে ফোরাম প্রত্যাশা করছে। যদিও এক্ষেত্রে মানসিকতায় বড় ধরনের পরিবর্তন অপরিহার্য, যা সহজে হবে বলে ধরে নেয়া কঠিন, তবুও ফোরাম আশা করে, দ্রুততার সাথে নাগরিকের আস্থা ও ভরসা অর্জনে কমিশন সচেষ্ট হবে এবং তাদের কার্য পরিচালনায় প্যারিস নীতিমালা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিকভাবে কমিশনকে 'বি' মর্যাদা থেকে 'এ' মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।